প্রথম আলো

তারিখ ....
পৃষ্ঠা 29 AUG 2013

কলেজে ঢুকে সাত ছাত্রকে পেটালেন আ.লীগ নেতা!

নিজস্ব প্রতিবেদক, ভৈরব ●

কিশোরগঞ্জের ভৈরবে একটি কলেজে ঢুকে সাত শিক্ষার্থীকে পিটিয়ে আহত করেছেন আওয়ামী লীগের নেতা মিনু মিয়া ও তাঁর অনুসারীরা। লাঞ্ছিত করা হয়েছে সাত শিক্ষককে।

এ ঘটনার প্রতিবাদে কলেজের শিক্ষার্থীরা গত মঙ্গলবার সকালে ক্লাস বর্জন করে সড়ক অবরোধ করে। এতে ভৈরব-মেন্দিপুর আঞ্চলিক সড়কে প্রায় এক ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ থাকে। মিনু মিয়া ভৈরব উপজেলা আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী পর্ষদের নির্বাহী সদস্য।

শিক্ষার্থী ও শিক্ষকেরা জানান, উপজেলার শিমুলকান্দি মহাবিদ্যালয়ে মিনু মিয়ার ছেলে মোফাজ্জেল মিয়া একাদশ শ্রেণীর ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের ছাত্র। গত সোমবার সকালে ইংরেজি ক্লাস চলাকালে একাদশ শ্রেণীর মানবিক বিভাগের মাহফুজ আহমেদ নামের আরেক শিক্ষার্থীর সঙ্গে কোনো একটি বিষয়ে তার ঝগড়া হয়। ক্লাস শেষে দেখে নেওয়ার হুমকি দিয়ে মোফাজ্জেল বাড়ি চলে যায়। কিছু সময় পর মোফাজ্জেলের বাবা [illegible] মিয়া লাঠিসোঁটাসহ দলবল নিয়ে কলেজে ঢোকেন। কলেজে ঢুকেই তাঁরা শ্রেণীকক্ষ, শিক্ষক মিলনায়তন ও অধ্যক্ষের কক্ষ লক্ষ্য করে ঢিল ছুড়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করেন। একপর্যায়ে মাহফুজকে পেয়ে তাঁরা পেটাতে শুরু করেন। মাহফুজকে রক্ষা করতে এগিয়ে এলে তার কয়েকজন সহপাঠীও পিটুনির শিকার হয়। এরপর মিনু মিয়া অধ্যক্ষকে শাসিয়ে বাড়ি ফিরে যান।

মঙ্গলবার সকালে শিক্ষার্থীরা ঘটনার বিচার দাবি করে কলেজে বিক্ষোভ মিছিল করে। পরে তারা ভৈরব-মেন্দিপুর সড়কে অবস্থান নিয়ে সড়ক অবরোধ করে। ক্লাস না হওয়ায় বেলা ১১টার দিকে সিএনজিচালিত অটোরিকশাযোগে শিক্ষকেরা শহরে ফিরে যাচ্ছিলেন। এ সময় মিনু মিয়ার বাড়ি উপজেলার মধ্যেরচর এলাকায় মোফাজ্জেলের নেতৃত্বে এক দল লোক শিক্ষকদের বহনকারী অটোরিকশা থামিয়ে সাত শিক্ষককে লাঞ্ছিত করে।

শিক্ষার্থীরা জানায়, মোফাজ্জেল কলেজে 'বখাটে' হিসেবে পরিচিত। বাবা ক্ষমতাসীন দলের নেতা হওয়ায় গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধানো তার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। এখন বাবাকে নিয়ে ছাত্র-শিক্ষককে পেটানোর ঘটনায় তারা ক্ষুব্ধ। মোফাজ্জেলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে বৃহস্পতিবারও (আজ) ক্লাস বর্জন অব্যাহত থাকবে।

কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ কামাল উদ্দিন বলেন, 'ক্লাস চলাকালে এ ধরনের ঘটনা কেউ মেনে নিতে পারছি না।'

কলেজ পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ও উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোশতাক আহমেদ বলেন, 'মিনু ও তাঁর লোকজনের হামলায় কলেজে এখন অস্বাভাবিক পরিবেশ বিরাজ করছে। বিষয়টি মীমাংসার জন্য আমি নিজে মিনুর বাড়ি গিয়েও সমাধান করতে পারিনি।'

অভিযোগের বিষয়ে মিনু মিয়া বলেন, 'আমার ছেলে (মোফাজ্জেল) মার খেয়েছে। বিচার চাইতে কলেজে গিয়েছি। কাউকে মারিনি।' শিক্ষক লাঞ্ছিত করার বিষয়ে তিনি বলেন, 'আমার ছেলেরা কোন দিক দিয়ে যে এ ঘটনা ঘটিয়ে ফেলেছে, বুঝতে পারিনি।'